⁂ কৃতকর্মের সাক্ষী ⁂

মানুষ যখন কোন খারাপ কাজ বা গুনাহ্‌র কাজ করে তখন সে তার নিজের বিরুদ্ধে চার ধরনের সাক্ষী তৈরী করে । প্রথমত তার নিজের হাত পা অংগ প্রত্যংগ যা দিয়ে সে ঐ গুনাহ্‌র কাজ করে তারা সেই কাজের সাক্ষী হয়ে যায়, দ্বিতীয়ত যত তিমীর অন্ধকারে আর গোপনেই তা করা হোক না কেন পৃথিবীর যে স্থানের উপর গুনাহ্‌ করা হয় সে স্থান তার সাক্ষী থাকে, তৃতীয়ত কেরামান কাতেবীন আমাদের ডান ও বাম কাঁধের সম্মানিত আমল লেখক ফেরেশ্‌তাদ্বয় আমাদের সব কাজের চাক্ষুস সাক্ষী আর চতুর্থ ও সর্বশেষ সাক্ষী হলো আমাদের আমলনামা বা লিখিত দলিল । এই চার ধরনের সাক্ষীই কোরান দ্বারা প্রমানিত ।

সূরা ইয়াসীনের ৬৫ নম্বর আয়াত প্রমান করে যে হাশরের মাঠে আমাদেরই অংগ প্রত্যংগ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে, আর আমাদের করার কিছুই থাকবে না, আমরা সমস্ত অংগ প্রত্যঙ্গের উপর নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলবো । অসহনীয় যন্ত্রনার মাঝে সমস্ত কৃতকর্ম সবার সামনে প্রকাশিত ও প্রমানিত হয়ে যাবে ।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ○ يٰسٓ ٦٥

আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে ।

(আয়াত ৬৫, সূরা ইয়াসীন)

ব্যাখ্যা : হাশরে হিসাব নিকাশের জন্য প্রথমে প্রত্যেকেই যা ইচ্ছা ওযর বর্ণনা করার স্বাধীনতা পাবে । মুশরিকরা সেখানে কসম করে কুফর ও শিরক অস্বীকার করবে । তখন আললাহ্‌ তাআলা তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবেন, যাতে তারা কোন কিছুই বলতে না পারে । অতঃপর তাদেরই হাত, পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রাজসাক্ষী করে কথা বলার যোগ্যতা দান করা হবে । আলোচ্য আয়াতে হাত ও পায়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে । অন্য আয়াতে মানুষের কর্ণ, চক্ষু ও চর্মের সাক্ষ্য দানের উল্লেখ রয়েছে ।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা যিলযালের ৪ নং আয়াতে কিয়ামতের দিনের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, সেদিন পৃথিবী সবার কৃতকর্ম প্রকাশ করে দেবে । সেদিন কারো কোন নিয়ন্ত্রন থাকবে না, শুধু কর্তৃত্ব থাকবে এক মাত্র আল্লাহ্‌র ।

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ○ سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ ٤

সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে । (আয়াত ৪, সূরা যিলযাল)

যখন শিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়া হবে তখন প্রবল ভূকম্পনের মাধ্যমে পৃথিবী তার ভিতরে যা কিছু আছে সব উদ্‌গীরণ করে দেবে । তখন সমস্ত মানুষ তাদের কৃতকর্মগুলো চাক্ষুস দেখতে পাবে আর হায় আফসোস হায় আফসোস করতে থাকবে । সেদিন অনু পরিমান সৎ বা অসৎ কাজের হিসাব নেওয়া হবে ও তার পরিনাম ভোগ করতে হবে । কুফর অবস্থায় কৃত সৎকর্ম পরকালে ধর্তব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেওয়া হয় । তাই গ্রহনযোগ্য সৎকাজের পূর্বশর্ত হলো ঈমান । তাই শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম হলো ঈমান, বিন্দু পরিমান ঈমানও মানুষকে একদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবে ।

সূরা আল-ইনফিতারের ১১, ১২ আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক বলছেন তোমাদের সার্বক্ষনিক কর্মকান্ড পর্য্যবেক্ষনের জন্য আমি নিয়োজিত রেখেছি কেরামান কাতেবিন ।

كِرَامًا كٰتِبِيْنَ ○ يَعْلَمُوْنَ مَاتَفْعَلُوْنَ ○ سُوْرَةُ الاِنْفِطَارْ ١١، ١٢

সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ । তারা জানে যা তোমরা কর । (আয়াত ১১-১২, সূরাআল-ইনফিতার)

মানুষ তার নিজ অস্তিত্বের কথা চিন্তা করলেই সৃস্টিকর্তার কাছে শ্রদ্ধাভরে মাথা নত হয়ে আসার কথা ছিল,

কিন্তু মানুষ পৃথিবীতে ধোঁকায় পড়ে আছে, কেননা আল্লাহ্ মহানুভব । তিনি দয়া ও কৃপার কারণে মানুষের গুনাহের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না, এমন কি তার রিযিক, স্বাস্থ্য ও পার্থিব সুখ-শান্তিতেও কোন বিঘ্ন ঘটান না । এতেই মানুষ ধোঁকা খেয়ে গেছে । অথচ সামান্য বুদ্ধি খাটালে এই দয়া ও কৃপা বিভ্রান্তির কারন হওয়ার পরিবর্তে পালনকর্তার অনুগ্রহের কাছে ঋণী হয়ে আরো বেশী আনুগত্যের কারণ হওয়া উচিত ছিল

লিখিত দলীল হবে আমাদের আমলনামা যার বর্ণনা রয়েছে সূরা তাকভীরের দশ নম্বর আয়াতে ।

وَاِذَاالصُّحُفُ نُشِرَتْ ○ سُوْرَتُ التَّكْوِيْر ١٠

যখন আমলনামা খোলা হবে । (আয়াত ১০, সূরা তাকভীর)

ব্যাখ্যা : কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই জেনে যাবে যে যা নিয়ে এসেছে । সৎকর্ম কিংবা অসৎকর্ম - সব তার দৃষ্টির সামনে এসে যাবে - আমলনামায় লিখিত অবস্থায় অথবা অন্য কোন বিশেষ পন্থায় ।

মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবনের যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আল্লাহ্ পাক কাউকেই দেননি । আমাদের অত্যন্ত সীমিত জ্ঞান দিয়ে শুধু কিনচিৎ ধারনা নেওয়ার জন্য আল্লাহ্ পাক কোরান ও হাদিসে আমাদের উপযোগী করে যতসামান্য বর্ননা দিয়েছেন । আমাদের এই সীমিত জ্ঞানের ধারনা থেকে যা অনুমান করা যায় তাতে সেদিন সূক্ষ বিচারের সর্ব্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হবে যাকে পাশ কাটানোর সাধ্য কাউকেই দেওয়া হবে না । তবে এর সব কিছুকেই বাইপাস করার এক মাত্র বাতলে দেওয়া উপায় হলো এই পৃথিবী । আল্লাহ্ পাক কত বড় মেহেরবান এক দিকে তিনি ঘোষনা দিয়ে সাক্ষী সংগ্রহের যাবতীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন, অপর দিকে সেই আল্লাহ্ই বলছেন- তোমরা যত খারাপ কাজ আর পাপের মধ্যেই ডুবে যাওনা কেন অনুতপ্ত হয়ে যদি আমাকে রাজি করতে পার আমি সব মাফ করে দেব, আর তোমাদের পাপ গুলিকে এমনভাবে মুছে দেব যে, তোমাদের অংগ প্রত্যংগ, পৃথিবী ও ফেরেশ্তারা তা ভুলে যাবে । তোমাদের আমলনামা থেকেও তা চিরতরে মুছে ফেলে দেব । তোমরা নিস্পাপ হয়ে যাবে, বরং তোমাদের পূর্বের পাপগুলিকে আমি পূন্য দিয়ে পরিবর্তন করে দেব ।

অত্যন্ত মেহেরবান আল্লাহ্ পাক কর্তৃক এমন সুবর্ন সুযোগ পাবার পরও যদি আমাদের জ্ঞান না ফেরে, আমরা যদি আমাদের পাহাড় তুল্য পাপ গুলোকে মাফ করিয়ে না নিতে পারি, আর আমাদের হেদায়েত না নসীব হয় তবে আমরা সত্যই হতভাগ্য । আসুন আমরা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আর হেদায়েতের ভিক্ষা চাই ।

১৩তম মাহ্ফিল
২০৪-১১৬৭ কুইন ষ্ট্রিট ইষ্ট
রবিবার, ৮ই আগষ্ট, ১৯৯৯
২৫ রবি উস্ সানী, ১৪২০
২৪ শ্রাবন, ১৪০৬ ।